ঈশ্বর দেখেন ও যোগান দেন!

আদিপুস্তক ২২.৪-১৪ পদ

আগের দিন আমরা অব্রাহামের পরীক্ষার মাধ্যমে শিখেছি যে, অব্রাহামকে মহাপরীক্ষার সম্মুখীন করে ঈশ্বর অব্রাহামকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন, তা হল "অব্রাহামের জীবনে প্রথম ও প্রধান কে?" পরিবেশ ও পরিস্থিতি যখন প্রতিকূলে থাকে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছে ছুটে যাই, তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি ও তাঁর সাহায্য কামনা করি। কিন্তু যখন সব কিছু ঠিক ঠাক চলে, তখন বেশিরভাগ সময়ই আমরা তাঁকে ভুলে যাই ও আমাদের জীবনে তাঁর স্থান পেছনের সারিতে হয়। তাই, ঈশ্বর অব্রাহামের সুখের দিনে, সেই সুখের পেছনে মূল কারণ কে, তা উপলব্ধি করতে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে এই মহাপরীক্ষা উপস্থিত করেছিলেন। বাহ্যিক অর্থে, অব্রাহামের পরিবারে এত আনন্দের কারণ নিঃসন্দেহে ইস্হাক, যাকে অব্রাহাম তার বৃদ্ধ বয়সে ভালোবাসার সুন্দরী স্ত্রী সারার গর্ভে লাভ করেছে। তাহলে, ইস্হাকই কি এখন অব্রাহামের জীবনে প্রথম ও প্রধান ভালোবাসার ব্যক্তি? না-কি, সেই ইস্হাককে যিনি দিয়েছেন, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? এমন মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে অব্রাহাম দিশেহারা হয় নি; পরিবর্তে, আমাদের বিশ্বাসের পিতৃপুরুষ হিসাবে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা রেখে চূড়ান্ত বাধ্যতার পরিচয় দিয়েছে। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের যে দশ আজ্ঞা দিয়েছেন, তার দ্বিতীয় আজ্ঞায় ঈশ্বর প্রতীমা নির্মাণ করতে ও তার কাছে প্রণিপাত করতে নিষেধ করেছেন। এমন আজ্ঞার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, *"কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর (jealous God)।"* অর্থাৎ, তিনি যা পাবার যোগ্য, সে ব্যাপারে তিনি খুবই উদ্যোগী, এবং তা হল, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ও জীবনে প্রথম স্থান। আমার আপনার জীবনে তিনি কি তাঁর যোগ্য স্থান পেয়েছেন, না-কি তাঁর স্থানে আমরা অন্য ব্যক্তি বা বিষয়কে রেখেছি?

১২ অধ্যায়ে অব্রাহাম যেমন তার অজানা কনান দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল; ২২ অধ্যায়েও একইভাবে অব্রাহাম ঈশ্বরের কথায় ইস্হাককে হোমার্থে বলিদান করতে মোরিয়া দেশের পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। সেই পাহাড় কোথায়, তা যদিও অব্রাহামের অজানা ছিল, কিন্তু ৩-দিনের পথ অতিক্রম করার পর অব্রাহামে দূর থেকে সেই স্থান দেখতে পেল (৪ পদ)। ধরা যেতে পারে, ২ পদের কথানুসারে, ঈশ্বরই সেই স্থান অব্রহামকে দেখিয়ে দিয়েছেন। পাহাড়ের কাছে এসে, অব্রাহাম তার ২ জন দাসকে সেখানে থাকতে বলল, কিন্তু ইস্হাককে নিয়ে সে নিজে পাহাড়ের উপরে এগিয়ে গেল। এই সময় অব্রাহামের মনের আবেগের কোনও কথা শাস্ত্রাংশে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অব্রাহামের মনের পরিস্থিতি আমরা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারি, যদি আমরা নিজেরা অব্রাহামের জায়গায় নিজেদের চিন্তা করি। অব্রাহাম কিন্তু আবেগের তাড়ণায় বিচলিত হয়নি, পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে স্থির থেকেছে। এমন সময় ইস্হাক তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, *"এই দেখ আগুন ও কাঠ, কিন্তু হোমের জন্য মেষশাবক কোথায়?* (৭ পদ)।" আমরা জানি, ইস্হাকের এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবার জন্য আমাদের ২ হাজার বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল; কারণ এর প্রায় ২ হাজার বৎসর পর ইস্রায়েলের পথহারা মানুষদের যীশুকে নির্দেশ করে যোহন বাপ্তাইজক এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিয়েছিলেন, *"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার নিয়ে যান"* (যোহন ১.২৯)।

কিন্তু অব্রাহাম তা জানতেন। যীশু নিজে তা বলেছেন, *"অব্রাহাম আমার দিন দেখার আশায় উল্লাসিত হয়েছিল; এবং সে তা দেখেছিল ও আনন্দ করেছিল"* (যোহন ৮.৫৬)। ঈশ্বর যেদিন অব্রাহামের সঙ্গে তাঁর চুক্তি স্থির করেছিলেন (আদি ১৫.১৮), সেদিন সেই সমস্ত দ্বিখণ্ডিত প্রাণীদের মধ্য দিয়ে ত্রিত্ব-ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, স্বয়ং খ্রীস্ট গমন করেছিলেন; যার দ্বারা এই চুক্তির পূর্ণতা যে খ্রীস্টের আত্মোৎসর্গের দ্বারাই সাধিত হবে, তা ঈশ্বর অব্রাহামকে

জানিয়েছিলেন। তাই, সেদিন অব্রাহাম তার ছেলেকে এমন উত্তর দিতে পেরেছিল, *"ঈশ্বর নিজে হোমের জন্য মেষ যোগাবেন"* (৮ পদ)। কেবল ছেলেকে নয়, অব্রাহাম তার দাসদেরও সেই একই উত্তর দিয়েছিল, যখন সে তাদের বলেছিল, *"আমি ও যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়ে প্রণিপাত করি, পরে তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসব"* (৫ পদ)। এই কথার অর্থ, আমরা দু-জনেই আবার ফিরে আসব। এই কথার দ্বারা অব্রাহাম তার দাসদের ঠকায়নি; কারণ অব্রাহাম কেবল যীশুর বলিদান নয়, কিন্তু যীশুর পুনরুত্থানও দেখেছিল, তাই আনন্দ করেছিল। নতুন নিয়মের বিশ্বাসী আমাদের কাছে পুনরুত্থান তেমন অজানা বিষয় নয়। কিন্তু অব্রাহাম কখনও কারুর পুনরুত্থানের কথা শোনেনি বা পড়েনি। অব্রাহাম মৃত লাসারকে জীবিত করার কথা বা যীশুর পুনরুত্থানের কথা যদিও বাস্তবে শোনেনি; কিন্তু বিশ্বাসে যীশুকে দেখেছিল ও আনন্দ করেছিল। তাই, *অব্রাহাম প্রতিজ্ঞাসকল সানন্দে গ্রহণ করেছিল, এবং নিজের সেই একজাত পুত্রকে উৎসর্গ করেছিল* (ইব্রীয় ১১.১৭)। অব্রাহাম মনে স্থির করেছিল, *"ইস্‌হাক মারা গেলেও, ঈশ্বর তাকে পুনরুত্থিত করতে সমর্থ"* (ইব্রীয় ১১.১৯)। ইব্রীয় ১১.১৯ পদ আরও বলে, *"আবার সে সেখান থেকে দৃষ্টান্তরূপে তাকে ফিরে পেল।"* মোরিয়া দেশের পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রার ৩-দিনের সময় অব্রাহামের কাছে ইস্‌হাক ছিল এক মৃত ব্যক্তির ন্যায়, কিন্তু ৩-দিন পর জীবিত ইস্‌হাককে নিয়ে অব্রাহাম পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল।

ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে অব্রাহাম হোম বলির জন্য যজ্ঞবেদি নির্মাণ করল। যজ্ঞবেদির কাঠ সাজানোর পর অব্রাহাম তার ছেলে ইস্‌হাককে বেঁধে কাঠের উপর রাখল। ঈশ্বর বিশ্বাসী পিতার ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ছেলেকেও বাধ্য হতে শিখিয়েছে। আগের দিন আমরা দেখেছি যে এই সময় ইস্‌হাকের বয়স প্রায় ১৯-২০ বৎসর। এই বয়সের একজন যুবক ইচ্ছা করলে সেদিন বুড়ো বাবাকে গায়ের জোরে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু শাস্ত্রাংশ এমন কোনও কথা উল্লেখ করে না। পিতার বাধ্য হয়ে, কোনও প্রকার বাধা না দিয়ে, ইস্‌হাক নিজে উৎসর্গীকৃত হবার জন্য যজ্ঞবেদির উপর শুয়ে পড়ে। ইস্‌হাকের এই বাধ্যতার মধ্যে আমরা আমাদের প্রভু যীশুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ সমর্পণ করেছেন (যোহন ১০.১৭-১৮)। যিশাইয় ভাববাদী লিখেছেন, *"তিনি উপদ্রুত হলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করলেন, তিনি মুখ খুললেন না"* (যিশাইয় ৫৩.৭)।

অব্রাহাম তার ছেলেকে বলেছিল, *"ঈশ্বর নিজে হোমের জন্য মেষশাবক যোগাবেন"* (৮ পদ)। ঈশ্বর অব্রাহামের এই বিশ্বাস মূলক বাধ্যতার মূল্য দিলেন। অব্রাহাম যখন খড়্গ দিয়ে ছেলে ইস্‌হাককে বধ করতে গেল, তখন আকাশ থেকে সদাপ্রভুর দূত অব্রাহামকে বলল, *"যুবকের প্রতি কিছুই কোরো না, কারণ এখন আমি বুঝলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে নিজের একমাত্র ছেলে দিতেও অসম্মত নও"* (১১-১২)। এরপর, অব্রাহাম ঝোপের মধ্যে আটকে পড়া একটা মেষকে দেখতে পেল, যাকে অব্রাহাম তার পুত্রের পরিবর্তে হোমবলি হিসাবে উৎসর্গ করল। ঈশ্বর যদিও অব্রাহামের কাছে তার একমাত্র পুত্রকে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অব্রাহামকে নিজের পুত্রকে দিতে হয়নি। কিন্তু ঈশ্বর নিজে তাঁর একমাত্র পুত্রকে বলিদান করেছেন। সেদিন যেমন ইস্‌হাকের পরিবর্তে ঈশ্বর একটা মেষ যুগিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই কাল সম্পন্ন হলে তিনি তাঁর সমস্ত মনোনীতদের পরিবর্তে তাঁর একমাত্র পুত্রকে যুগিয়েছেন। যখন আমরা আমাদের জন্য তাঁর এই মহৎ কার্য উপলব্ধি করি, তখন আমরা অব্রাহামকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস না করে থাকতে পারি না; আমাদের হৃদয়ে ও জীবনে তাঁকে প্রথম ও প্রধান স্থান দিতে আমরা দ্বিধা করি না; পরিবর্তে, তাঁর সমস্ত আজ্ঞা আনন্দের সঙ্গে পালন করি।

অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটেছে। অব্রাহাম সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষ্য রেখেছে যে, সে ঈশ্বরকে ভয় করে, কারণ সে নিজের একমাত্র পুত্রকে দিতেও অসম্মত হয়নি (১২ পদ)। ঈশ্বরের বাক্য তথা প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসের কারণে ঈশ্বর অব্রাহামকে ধার্ম্মিকগণিত করেছিলেন (আদি ১৫.৬)। অব্রাহামের এই বিশ্বাস "কেবল মুখে স্বীকার করে" (যাকোব ২.১৪, ১৮, ১৯) এমন বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস ছিল, যা কখনও বিশ্বাস অনুসারী কাজকে অস্বীকার করে না (যাকোব ২.১৭, ২০,

২২, ২৪, ২৬)। মানুষ আমাদের মুখের কথা শোনে বা বাইরের বিষয় দেখে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণ দেখেন (১শমূয়েল ১৬.৭)। ঈশ্বর যখন আপনার হৃদয় দেখেন, তিনি কি সেখানে প্রকৃত বিশ্বাস দেখতে পান? প্রকৃত বিশ্বাস হল আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে প্রথম ও প্রধান স্থান দেওয়া, কারণ কেবল তিনিই তা পাবার যোগ্য। সেই বিশ্বাস অনুসারে, আপনি কি তাঁর সমস্ত আজ্ঞার প্রতি বাধ্য?

১৪ পদে বলা হয়েছে যে, অব্রাহাম সেই স্থানের নাম 'যিহোবা-যিরি' *(Jehovah-jireh)* (ঈশ্বর যোগাইবেন) রাখল। কেবল সেই স্থান নয়, ঈশ্বর নিজেও এই নামে অভিহিত হয়েছেন। সেই পাহাড়ে ঈশ্বর যেভাবে ইস্হাকের পরিবর্তে মেষকে যুগিয়েছিলেন, তাকে স্মরণ করে রাখতে অব্রাহাম সেই পাহাড়ের এমন নাম রেখেছিল। হিব্রু ভাষায় 'যিরি' শব্দের অর্থ 'দেখা' ও 'যোগান দেওয়া') এ দুটিই হয়। স্পষ্ঠত, ঈশ্বর নিজে হোমবলির জন্য আজ্ঞা করেছিলেন; তাই একথা আশা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, সেই হোমবলি সম্পন্ন করার জন্য যে মেষের প্রয়োজন, তা ঈশ্বর দেখবেন এবং তিনিই সেই প্রয়োজন পূরণের বিষয় যোগাবেন। বাস্তবে ঈশ্বর সেদিন তা করেছিলেন, যার দ্বারা ঈশ্বরের বৈশিষ্ঠ সম্বন্ধে অব্রাহামের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। মেষের যোগান পাবার পর যে অব্রাহাম ঈশ্বরকে এই নামে চিনেছিল, তা নয়। এর অনেক আগেই অব্রাহাম ঈশ্বরকে এই নামে চিনেছে; তাই, পাহাড়ে ওঠার সময় ছেলেকে সে বলতে পেরেছিল, *"ঈশ্বর নিজে হোমের জন্য মেষশাবক যোগাবেন।"* যদিও অব্রাহামের পক্ষে এই জ্ঞান অনুসারে কাজ করা সহজ ছিল না, কারণ ইস্হাক ছিল তার একমাত্র সন্তান। ঈশ্বর কেবল অব্রাহামের প্রয়োজন দেখেছেন ও মেষ যুগিয়েছেন, এমন নয়; তিনি তাঁর মনোনীত আমাদের প্রত্যেকের দূরাবস্থা (পাপ থেকে উদ্ধারের অক্ষমতা) দেখেছেন, এবং সেই পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর মেষশাবক যীশু খ্রীস্টকে যুগিয়েছেন। তিনি নিজের নাম (যিহোবা-যিরি) অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করেছেন।

ঈশ্বরের এই নাম মণ্ডলীর ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে, জর্জ মূলার ও হাড্সন টেলর ঈশ্বরের এই নামের দ্বারা কেবল আত্মিক প্রয়োজন নয়, কিন্তু অনাথ আশ্রম ও মিশনারী কাজের জন্য জাগতিক প্রয়োজন পর্যন্ত মেটাবার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত, যে-ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনে নিজের পুত্রকে পর্যন্ত যোগাতে পারেন, তিনি আমাদের জাগতিক প্রয়োজনও অবশ্য মেটাবেন। পৌলও একই কথা বলেছেন, *"যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্তই আমাদের অনুগ্রহ-পূর্বক দান করবেন না?"* (রোমীয় ৮.৩২)। অব্রাহামের ন্যায় তারা সদাপ্রভুর প্রতি আস্থা রাখতে বাধ্য ছিল, কারণ তাদের কাজে সাহায্য করার কোনও মানুষ ছিল না। তারা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বরের কাজ যখন ঈশ্বরের পথে করা হয়, তখন সেই কাজে কোনও অভাব হয় না। অবশ্য, এইভাবে ঈশ্বরে আস্থার পথ সহজ নয়; এই পথ সংকীর্ণ, এই পথে আছে বাধা, পরীক্ষা ও অসন্তবতার পাহাড়। কিন্তু আমরা যারা অব্রাহামের জীবনাদর্শকে অনুসরণ করেছি, ঈশ্বর কখনও তাদের লজ্জিত করেন না (গীত ১১৯.৩১)। ঈশ্বর কেবল আমাদের প্রয়োজন জানেন, তা নয়; *তিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আমাদের জানেন, তাই তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন, যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই* (ইফিষীয় ১.৪, রোমীয় ৮.২৯-৩০)। ঈশ্বর অবশ্যই জানেন আমাদের কী প্রয়োজন এবং তিনি তা যোগান! তাই, যীশু আমাদের বলেছেন, *"তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন যে, এ সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদের দেওয়া হবে"* (মথি ৬.৩২-৩৩)।